রেল বার্তা

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কসে পালন করা হল আম্বেদকরের জন্মদিন

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের অন্যতম সংবিধান রচয়িতা বি আর আম্বেদকরের ১২৭তম জন্মদিন পালন করা হল শনিবার চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কসে। সিএলডব্লু'র টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারের ভাদোয়ার হলে এই উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সিএলডব্লু'র প্রিন্সিপাল চিফ মেটেরিয়াল ম্যানেজার শ্রীকান্ত রায় ডঃ আম্বেদকরের ছবিতে মালাদান করেন। সিএলডব্লু'র তফসিলি জাতি ও উপজাতি অ্যাসোসিয়েশনের জোনাল প্রেসিডেন্ট এস সি ব্রহ্ম অ্যাসোসিয়েশনের তরফে ডঃ আম্বেদকরের ছবিতে মালাদান করেন। সিএলডব্লু'র সব বিভাগের প্রিন্সিপাল প্রধান এবং তফসিলি জাতি-উপজাতি অ্যাসোসিয়েশনের একাধিক সদস্য সহ প্রবীণ অফিসাররাও আম্বেদকরের ছবিতে মালা দেন। সংক্ষিপ্ত ভাষণে সিএলডব্লু'র প্রিন্সিপাল চিফ মেটেরিয়াল ম্যানেজার শ্রীকান্ত রায় দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া মানুষের উন্নতির জন্য ডঃ আম্বেদকরের নিরন্তর প্রয়াসের কথা স্মরণ করেন তিনি। সিএলডব্লু'র সাংস্কৃতিক সংগঠনের তরফে একটি সাংস্কৃতিক কর্মসূচিও নেওয়া হয়েছিল। অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন সংস্থার একাধিক অফিসার, কর্মী, সিএলডব্লু স্টাফ কাউন্সিলের সদস্যরা এবং তফসিলি জাতি-উপজাতি সংগঠনের সদস্যরা।

১ লা বৈশাখে পূর্ব রেলের বড় উপহার

হাওড়া স্টেশন থেকে এই নতুন থ্রি-ফেজ ইএমইউ রেকটি যাত্রা শুরু করল।

স্টাফ রিপোর্টার : পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশনে ইলেকট্রিক্যাল বিভাগে সদ্য অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ কর্মী মৃণালকান্তি মণ্ডল পয়লা বৈশাখের দিন পতাকা নেড়ে থ্রি-ফেজ এসি এমু রেকের উদ্বোধন করলেন। পয়লা বৈশাখ পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশনের আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন পূর্ব রেলের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার মনু গোয়েল এবং অ্যাডিশনাল ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (অপারেশন) এস নারুলা।

এই উপলক্ষে সাংবাদিক বৈঠকে গোয়েল বলেন, এই নতুন রেকটিতে রয়েছে থ্রি-ফেজ প্রপালশন সিস্টেম। এছাড়া ট্রেনটি পরিবেশবান্ধবও বটে। এই রেক ঘণ্টায় ১০০ কেএমপিএইচ বেগে চলার ক্ষমতাসম্পন্ন। ট্রেনটিতে রয়েছে রি-জেনারেশন ব্রেকিং যা ট্রেন চলাচলের ৩০ শতাংশ খরচ কমাবে। এছাড়া রয়েছে এলইডি ইলুমিনেশন, জিপিএস নির্ভর প্যাসেঞ্জার ইনফর্মেশন সিস্টেম, উন্নতমানের ফ্যান, যাত্রীদের আরাম দেওয়ার জন্য রুফ-মাউন্টেড ফোর্স ভেন্টিলেশন সিস্টেম। এমু রেকের বডিটি পুরোপুরি স্টেইনলেস স্টিলে তৈরি। ফলে অনেক বেশি দিন ভাল থাকবে এ ধরনের ট্রেন। এছাড়া মহিলা কামরায় তাদের সুরক্ষার জন্য বসানো হয়েছে সিসিটিভি। গোয়েল আরও জানান, চলতি বছরেই পূর্ব রেল এ ধরনের আরও রেক চালু করার পরিকল্পনা করেছে। পরীক্ষামূলকভাবে এদিন এই ট্রেনটি হাওড়া ও ব্যান্ডেলের মধ্যে চলাচল করে। হাওড়া স্টেশনকে থ্রিন রেলওয়ে স্টেশন হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ায় হাওড়ার ডিআরএম মনু গোয়েল ইন্ডিয়ান গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিল-কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারপার্সন শকুন্তলা ঘোষের কাছ থেকে মর্যাদাপূর্ণ শিল্ড গ্রহণ করেন। এর ফলে পূর্ব রেলের মুকুটে আরও একটি পালক সংযোজিত হল। আগামী তিন বছর ধরে এই সার্টিফিকেট শোভা পাবে তার মুকুটে।

এই উপলক্ষে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে হাওড়া ডিভিশনের ডিআরএম মনু গোয়েল বলেন, দেশের মেট্রোপলিটন শহরগুলির সব রেল স্টেশনগুলির মধ্যে স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা পেয়েছে। গ্রিন রেলওয়ে স্টেশনের সার্টিফিকেট প্রাপ্তি একটি বড় সাফল্য। জল সংরক্ষণ, খরচ কমানো, বর্জ্য পদার্থের সঠিক নিষ্কাশন, জ্বালানি খরচ বাঁচানো ও জ্বালানি উৎপাদন, যাত্রীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা বাড়ানো, অচিরাচরিত শক্তির উৎস বাড়ানো, নানারকম পরিবেশবান্ধব কর্মসূচি গ্রহণ। এইসব কর্মসূচি গ্রহণ করার ফলে প্রাকৃতিক সম্পদের সুরক্ষা সম্ভব হয়েছে।

জাতীয় ক্ষেত্রেও এই বিধিকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। হাওড়া স্টেশনের জন্য গ্র্যাটিনাম রেটিং অর্জন না করা পর্যন্ত তাদের কাজ থামবে না বলেও জানান গোয়েল। হাওড়া পুর কর্পোরেশনের মেয়র রথীন চক্রবর্তীও অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন।

আপের সদস্যরাই গেরুয়া পোশাক পরে মসজিদের বাইরে তরবারি রেখে আসে, দাবি জাভড়েকরের

নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিল : আম আদমি পার্টির সদস্যদের বিরুদ্ধে এবার গেরুয়া পোশাক পরে মসজিদের বাইরে তরবারি রেখে আসার অভিযোগ চাপিয়ে দিলেন নরেন্দ্র মোদী মন্ত্রিসভার মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর। কোনও চ্যানেলের নাম না করেননি তিনি। কিন্তু দাবি করেছেন একটি চ্যানেলে নাকি দেখানো হয়েছে, রামনবমীর দিন দিল্লির একটি মসজিদের বাইরে কিছু মানুষ গেরুয়া পোশাক পরে হাতে তরবারি নিয়ে ভিড় জমিয়েছে। তারা মুখে স্লোগানও দিচ্ছিল। জানা যায়, তারা কেউই বিজেপির সদস্য নয়, আপের সদস্যরাই ছদ্মবেশ ধারণ করে এই কাজ করেছে পরিবেশকে বিষিয়ে দিতে বলেও দাবি করেছেন জাভড়েকর।

প্রসঙ্গত, বিজেপি মুখপাত্র মীনাক্ষি লেখির সাম্প্রতিক একটি মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন আপ নেতারা। মাত্র দু'দিন আগে লেখি দাবি করেছেন, কাঠুয়া ও উন্নাওয়ে গণধর্ষণের জন্য বিরোধীরা কেন্দ্রকে টার্গেট করেছে। দেখা যাচ্ছে, বিরোধী দলগুলি বেছে বেছে ধর্ষণের ঘটনা নিয়ে সরব হয়। মীনাক্ষি লেখি'র এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন বহু মানুষ। বিরোধী

দলগুলিও লেখির তীব্র সমালোচনা করেছে। আম আদমি পার্টির মুখপাত্র অতসী মারলেনা বলেছেন, লেখির মন্তব্যে বিজেপির মনোভাব প্রতিফলিত হচ্ছে। জম্মু-কাশ্মীরের কংগ্রেস প্রধানের বিরুদ্ধে দল কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় বিজেপি তীব্র আক্রমণ করেছে কংগ্রেসকে। অভিযোগ, জম্মু ও কাশ্মীরে ধর্ষণকারীদের সমর্থন করে যে মিছিল বের হয়, তাতে অংশ নেন কংগ্রেস প্রধান। জাভড়েকর এই কারণে কংগ্রেস সভাপতিকে লক্ষ্য করে ছুড়েছেন তাঁর প্রশ্নবাণ। তিনি প্রশ্ন করেছেন, বিজেপির দুই মন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন দু'টি গণধর্ষণের কারণে। কিন্তু জম্মু-কাশ্মীরে কংগ্রেস প্রধান গুলাম মীর যা বলেছেন তাতে রাহুল গান্ধি কেন তাঁর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছেন না সেই প্রশ্ন তুলেছেন জাভড়েকর।

জম্মু-কাশ্মীরের বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান এই গুলাম মীর আবার কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতা গুলাম নবি আজাদের পোলিং এজেন্টও। অথচ মীরের মন্তব্যের পরও গুলাম নবি মুখে কুলুপ এঁটে আছেন। কেন তিনি কোনও মন্তব্য করছেন না? তাঁর দেশের মানুষের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত বলেও অভিযোগ করেছেন জাভড়েকর। প্রসঙ্গত, মাত্র দু'দিন আগেই কাঠুয়ার গণধর্ষণ কাণ্ডের কারণে রাজ্য মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছেন। তাঁরা হলেন বনমন্ত্রী চৌধুরিলাল সিং এবং শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী চন্দ্রপ্রকাশ গঙ্গা। কাঠুয়ায় গণধর্ষণকারীদের আড়াল করতে স্থানীয় কিছু হিন্দু গোষ্ঠী যে মিছিল বের করে তাতে যোগ দেন এই দুই বিজেপি মন্ত্রী। তবে তার আগে তাঁরা মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। আপের মুখপাত্র অতসী মারলেনা দাবি করেন, সারা দেশ কাঠুয়া গণধর্ষণ কাণ্ডে মাত্র ৮ বছরের মেয়েটির জন্য ন্যায়বিচার চাইছে।

অথচ বিজেপির মদতে কিছু হিন্দু গোষ্ঠী ধর্ষণকারীদের পক্ষ নিয়েছে। কাঠুয়ায় যে মেয়েটিকে ধর্ষণ করা হয়েছে সে প্রাচীন উপজাতি বখরিওয়াল গোষ্ঠীর। মূলত মেষ ও ছাগল চরানোই এই উপজাতির কাজ। তাকে অপহরণ করে স্থানীয় দেবীস্থান মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর ৭ দিন ধরে প্রায় অভুক্ত রেখে গণধর্ষণ করা হয়। মৃত্যুর আগেও একই কাজ করে দুষ্কৃতীরা। গত ১৭ জানুয়ারি একদল মেষপালক রসনার জঙ্গলে গিয়ে তার মৃতদেহ দেখতে পান। এই মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সারা দেশে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। কেন্দ্রের নারী ও শিশুকল্যাণ দফতরের মন্ত্রী মানেকা গান্ধি একদা ধর্ষণকারীদের ফাঁসি চেয়েছেন।

জম্মু-কাশ্মীরে আইসিসপন্থী মহিলা গোষ্ঠী সক্রিয়, দাবি রিপোর্টে

নয়াদিল্লি/জম্মু, ১৫ এপ্রিল : জম্মু ও কাশ্মীরে আইসিসপন্থী মহিলা গোষ্ঠী দৌলত-উল-ইসলামের রমরমা নিয়ে সম্প্রতি রিপোর্ট দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। এই রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, উপত্যকার বিভিন্ন জায়গায় এই গোষ্ঠীর মহিলারা আইসিসের সমর্থনে ভাষণ দিচ্ছেন। আইসিসপন্থী এই মহিলা গোষ্ঠী দৌলত-উল-ইসলামকে এখনও পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীরে সক্রিয় দেখা গেছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রিপোর্টে আরও দাবি করা হয়েছে যে, মহিলা জঙ্গি গোষ্ঠী দৌলত-উল-ইসলামের সক্রিয় সদস্যরা প্রথম নজরে আসেন গত মার্চ মাসে। ওই সময় জম্মুর অনন্তনাগ জেলায় এক জঙ্গির মৃত্যু হয়। গোয়েন্দারা লক্ষ্য করেন, এই গোষ্ঠীর সদস্যরা অনন্তনাগ জেলায় তার বাড়িতে গিয়ে জেহাদের সপক্ষে ভাষণ দেন।

রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অফিসাররা ভালমতোই জানেন, জম্মু ও কাশ্মীরে কীভাবে আইসিসের প্রভাব বাড়ছে। অনন্তনাগ জেলার হাকুয়ায় এবং শ্রীনগরের বালহাময় সম্প্রতি দু-দুটি সংঘর্ষ হয়। ওই দু'টি সংঘর্ষের কারণই ছিল আইসিসের আদর্শকে সমর্থনের জন্য সক্রিয় প্রচার। অনন্তনাগ জেলার হাকুয়ায় যে তিন জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে, তারা সকলেই আইসিসের সদস্য ছিলেন বলে জানা গেছে। তাদের আসল নামগুলি পরে জানা যায়। মৃত তিন জনের মধ্যে দু'জনই স্থানীয় জঙ্গি সংগঠন তেহরি-উল-মুজাহিদিনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে ছিল। তৃতীয় জঙ্গি আবু-জার-আল হিন্দ ওরফে সুলতান-আল-হায়দরাবাদিকে মহম্মদ তৌফিক নামে চিহ্নিত করা গেছে। সে আসলে তেলেঙ্গানার বাসিন্দা। দীর্ঘদিন ধরে যোগ রয়েছে আইসিসের সঙ্গে। এই তৌফিকই মহিলা জঙ্গি সংগঠন গজ্বার কাজে সক্রিয় ছিল বলে অনুমান করা হচ্ছে। জম্মু ও কাশ্মীরে যেভাবে আইসিসের প্রভাব বাড়ছে তাতে উদ্বিগ্ন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। এবার আবার তারা উপত্যকাতে মহিলা জঙ্গি সংগঠনের খোঁজ পেলেন যারা আইসিসের হয়ে সক্রিয়ভাবে কাজ করছেন।

কর্নাটক নির্বাচন থেকে হাত তুলে নিচ্ছে ওয়েসির দল

বেঙ্গালুরু, ১৫ এপ্রিল : কর্নাটক নির্বাচনে সম্ভবত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামছে না এআইএমআইএম। দলের নেতা ওয়ায়সাদারা সাংসদ আসাউদ্দিন ওয়েসি অন্তত সেরকমই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানা গেছে। এই নির্বাচনে কংগ্রেসের ভোট যাতে ভাগ না হয়, সেই কারণেই ওয়েসির দল নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াতে পারে।

পয়লা বৈশাখ, বাংলা নতুন বছরের প্রথম দিন। কালীঘাটে পুজো দিতে মানুষের ঢল।

ইসলাম বিপন্ন ব্যানার নিয়ে পথে নামল একাধিক মুসলিম গোষ্ঠী

পাটনা, ১৫ এপ্রিল : 'দিন বচাও, দেশ বচাও' স্লোগান দিতে দিতে পাটনার গান্ধি ময়দানে রবিবার জমায়েত হলেন একাধিক মুসলিম গোষ্ঠীর সদস্যরা। এছাড়া তাদের হাতে যে ব্যানার ছিল সেখানে লেখা ছিল ইসলাম বিপন্ন। ইমরত শরিয়ত ও অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল'বোর্ড যৌথভাবে এই মিছিলের ডাক দেয়। উদ্যোক্তাদের দাবি, এদিন তিন লক্ষেরও বেশি মানুষ মিছিলে যোগ দিয়েছেন।

মিছিল থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে স্লোগান দেওয়া হয়। বিজেপি যেভাবে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘকে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে তার বিরুদ্ধে স্লোগান দেন তারা। 'তিন তালাক' বিলের বিরুদ্ধে স্লোগান দেন তারা। অভিন্ন দেওয়ানি বিধিতে হস্তক্ষেপের জন্য কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের সমালোচনা করা হয়। একইসঙ্গে এইসব মুসলিম গোষ্ঠীর নেতারা দাবি করেন, শুধুমাত্র ধর্মীয় বিরোধিতার জন্যই মসজিদগুলিতে লাউডস্পিকারে আজান দেওয়া বন্ধ করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, কয়েকদিন ধরেই এই মিছিলের প্রস্তুতি চলছিল। ফলে পুলিশও তাদের প্রস্তুতির দিকে নজর রেখেছিল। কারণ মিছিলের প্রস্তুতি নিতে গিয়ে

নিরাপত্তা যাতে নষ্ট না হয়, সেদিকে নজর রাখছিল পুলিশ। মুসলিম গোষ্ঠীগুলির সদস্যরা বিভিন্ন ব্লক থেকে পাটনার গান্ধি ময়দানের জনসভায় যোগ দেন। প্রবল গরম উপেক্ষা করে তারা জনসভায় যোগ দেন। তবে উদ্যোক্তারা ঠান্ডা জলের ব্যবস্থা করেছিলেন তাদের জন্য। জানা গেছে, ইমরাত শরিয়তের নেতারা সকলকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, সমাজে সাম্প্রদায়িক মনোভাব রয়েছে এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে সকলের সতর্ক থাকা উচিত, কারণ এ ধরনের লোকেরা সমাজের শান্তি নষ্ট করে। আর এদেরই হিন্দু-মুসলিম ঐক্যে চিড় ধরানোর কাজে ব্যবহার করা হয়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য আবেদন করেন তারা।

পাটনায় থানার খুব কাছেই গণধর্ষণের শিকার নাবালিকা, ধৃত ২, পলাতক ২

পাটনা, ১৫ এপ্রিল : কাঠুয়া ও উন্নাও গণধর্ষণ নিয়ে পুলিশ যখন তোলপাড়, তখন জানা গেছে প্রধানমন্ত্রীর রাজ্যে আর একটি ধর্ষণের ঘটনা। ১১ বছরের একটি বালিকার দেহ উদ্ধার হয়েছে গুরুরাতের সুরাতের পান্ডোসেরা এলাকায় জঙ্গলের মধ্যে থেকে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট অনুযায়ী, মেয়েটিকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। তার ছোট্ট শরীরে অন্তত ৮০টি আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। যদিও পুলিশ অপরাধীকে এখনও ধরতে পারেনি, কিন্তু বিক্ষোভে সোচ্চার হয়েছেন বিরোধীরা। প্রায় একই সময়ে এনডিএ'র জোটসঙ্গী জনতা দল (সংযুক্ত) মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের রাজ্যে থানা থেকে মাত্র ৫০০ মিটারের মধ্যে পুলিশ গণধর্ষণের শিকার এক নাবালিকাকে উদ্ধার করেছে।

শনিবার গভীর রাতে পাটনার মিঠাপুর সবজিমান্ডি অঞ্চলে পুলিশ যখন টহল দিচ্ছিল, সেই সময় একটি বালিকার কান্না শুনতে পায় পুলিশ। ওই কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে দ্রুত টহলদারি পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। সেখান থেকে উদ্ধার করা হয় নাবালিকা মেয়েটিকে। গ্রেফতার করা হয় দুই অভিযুক্তকে। আরও দুই অভিযুক্ত পলাতক বলে জানতে পেরেছে পুলিশ। পুলিশের জেরায় নাবালিকাটি জানিয়েছে, সে যখন ট্রেনে ওঠার জন্য স্টেশনে যাচ্ছিল, সেই সময় মিঠাপুর সবজি মান্ডির কাছ থেকেই দুষ্কৃতীরা তাকে অপহরণ করে। এরপর গভীর রাতে ওই অঞ্চলে তাকে গণধর্ষণ করা হয়। মেয়েটিকে পুলিশ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠিয়েছে। থানার একেবারে ৫০০ মিটারের মধ্যে ঘটনাটি ঘটায় পুলিশ এখন নিজেদের

দোষ ঢাকতে ব্যস্ত। শুরু হয়ে গেছে পুলিশি তৎপরতাও। সবজিমান্ডি থানার ডেপুটি পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, পাটনার কাছে ফতুহায় বাড়ি এই নাবালিকার। পুরো ঘটনার কথা জানানো হয়েছে তাঁর আত্মীয়দের। ছোট্টু ও ফেকান নামে দুই অপরাধী ধরা পড়লেও বাকি যে দু'জন পালিয়ে গেছে, তাদের ধরার জন্য পুলিশ চারদিকে নজরদারি শুরু করেছে। ধৃতদের বাড়ি পাটনাতেই বলে জানা গেছে। তারা তাদের অপরাধও স্বীকার করে নিয়েছে।

উন্নাও, কাঠুয়া এবং সুরাতের গণধর্ষণ নিয়ে বিরোধীরা যখন সোচ্চার এবং সারা দেশে নাবালিকাদের এভাবে গণধর্ষণ করে হত্যার বিরুদ্ধে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে, ঠিক তখনই পাটনায় একেবারে থানার ৫০০ মিটারের মধ্যে আরও একটি গণধর্ষণের ঘটনা নীতীশ কুমারের প্রশাসন নিয়ে আঙুল তুলে দিয়েছে। বিরোধীরা এমন সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে তাই এদিনই সক্রিয় হয়েছেন। অবিলম্বে পলাতক অপরাধীদের ধরার জন্য দাবি জানানো হয়েছে।

বিহার আইনসভার নির্বাচনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা কংগ্রেসের

পাটনা, ১৫ এপ্রিল : কংগ্রেস রবিবার বিহারের লেজিসলেটিভ কউন্সিলের আসন্ন নির্বাচনে তাদের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে। এই নামের তালিকায় রয়েছে প্রেমচন্দ্র মিশ্রের নাম। জানা গেছে, দলীয় সভাপতি রাহুল গান্ধি স্বয়ং নামটি অনুমোদন করেছেন। গত সপ্তাহে নির্বাচন কমিশন বিহার লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের ১১টি আসনে নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেন। আগামী ৬ মে এই নির্বাচন। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন ১৬ এপ্রিল। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ২৬ এপ্রিল।

প্রসঙ্গত, কাউন্সিলের ১০ সদস্যের সদস্যপদ ৬ মে শেষ হয়ে যাচ্ছে। আর একটি আসন শূন্য হয়েছে আরজেডি-র প্রবীণ নেতা নরেন্দ্রসিংকে বরখাস্ত করায়। ৬ মে পর্যন্তই তাঁর টার্মটি নির্দিষ্ট ছিল বলে জানা গেছে। ৬ মে অন্য যে সমস্ত বিশিষ্ট সদস্যদের লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্যপদ শেষ হয়ে যাবে, তাঁরা হলেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার, উপমুখ্যমন্ত্রী সুশীল কুমার মোদী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী মঙ্গল পান্ডে এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাবড়ি দেবী। গত ১৩ এপ্রিল বিরোধী জোট চার প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে। এই প্রার্থীদের নামের তালিকায় রয়েছেন রাবড়ি দেবী এবং সন্তোষমাঝি।

আদিত্যনাথ ভারতীয় রাজনীতির অমর্যাদা করছেন, এই মন্তব্যে ক্ষুব্ধ বিজেপির বিক্ষোভ মিছিল

বেঙ্গালুরু, ১৫ এপ্রিল : উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ রাজনীতিকে কলুষিত করছেন বা অমর্যাদা করছেন বলে মন্তব্য করছেন কর্নাটক কংগ্রেসের প্রধান। বিজেপি দলের প্রথম সারির নেতাদের অন্যতম যোগীর বিরুদ্ধে এই মন্তব্য মেনে নেয়নি। বিক্ষোভ-প্রতিবাদ মিছিলে শামিল হয়েছে তারা। কর্নাটকের কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতিদিনেশ গুন্ডুরাও উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে টার্গেট করে বলেন, উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ভারতীয় রাজনীতির অমর্যাদা করছেন। রাওয়ের এই অপমানকর মন্তব্যের বিরুদ্ধে বেঙ্গালুরুতে প্রতিবাদ মিছিলে শামিল হন বিজেপিকর্মীরা। কর্নাটকে বিজেপির সাধারণ সম্পাদক এন রবিকুমারের নেতৃত্বে একটি বিশাল মিছিল যায় নির্বাচন কমিশনে। সেখানে কর্নাটক প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কার্যকরী সভাপতি গুন্ডুরাও ওয়েরবিরুদ্ধে তারা অভিযোগ দায়ের করেন। উত্তর প্রদেশের উন্নাওয়ে এক নাবালিকাকে ধর্ষণ নিয়ে সারা দেশ এখন উত্তাল। সেই ঘটনার কথা তুলে ধরেই কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি বলেন, আদিত্যনাথ ভারতীয় রাজনীতিকে কলুষিত করছেন। উত্তর প্রদেশের মতো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার মোটেই যোগ্য নন তিনি। তাঁর যদি সামান্য সৌজন্যবোধও থাকত, তাহলে তিনি উন্নাওয়ের মতো ভয়ঙ্কর ঘটনার পরই পদত্যাগ করতেন। ইতিমধ্যে উন্নাও ধর্ষণ মামলার জন্য কংগ্রেসের সেন্ট্রাল ইউনিট ও আদিত্যনাথের তীব্র সমালোচনা করে উন্নাও কাণ্ডের আসল কালপ্রিট মুখ্যমন্ত্রী নিজেই বলে তীব্র সমালোচনা করেছে। তারা অবিলম্বে তাঁকে বরখাস্তকরার দাবিও করেছেন।

কংগ্রেসের মতে, উত্তর প্রদেশে মুখ্যমন্ত্রীর পদটি ক্রমশ অথর্বীন হয়ে উঠছে। কংগ্রেসের অভিযোগ, মেয়েটির বাবা যখন আদিত্যনাথের কাছে ন্যায়বিচার চেয়ে তাঁর বাসভবনের সামনে আত্মহত্যা করেন, তখনও মুখ্যমন্ত্রী অজয় সিং বিস্তওরফে যোগী আদিত্যনাথ নীরব ছিলেন। কাজেই অবিলম্বে তাঁকে বরখাস্তকরা উচিত।

তিরুবনন্তপুরম চিড়িয়াখানায় প্রবল গরমে দুই জলহস্তির জলকেলি।